সংবাদ

তারিখ ... 7 MAY 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ কলাম ... ৮ ...

সম্পাদকীয়

শিক্ষার মান বৃদ্ধির প্রসঙ্গ বনাম রাজনৈতিক বিবেচনা

শিক্ষার মান উন্নয়নের প্রসঙ্গটি আবারও নানা মহলে আলোচিত হচ্ছে। বিভিন্ন সভা-সমিতি-
সেমিনার থেকে এ বিষয়ে নানা সুপারিশ ও প্রস্তাব পেশ করা হচ্ছে। শিক্ষার মান বৃদ্ধির জন্য
সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন উদ্যোগের কথাও ঘোষণা করা হচ্ছে। শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে
বক্তৃতা-বিবৃতি-প্রস্তাব অব্যাহত থাকলেও নিয়মিত ক্লাস ও পরীক্ষা গ্রহণ, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে
সিলেবাস সম্পন্ন করার বিষয়টি গুরুত্ব পাচ্ছে না। দেশের বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঠিকমতো
লেখাপড়া হচ্ছে না বলে পত্র-পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হচ্ছে। বর্তমানে মফস্বলের শিক্ষা
প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রছাত্রীদের ক্লাসে উপস্থিতির হার একেবারেই নগণ্য। অথচ এ বিষয়ে কারও
কোন মাথাব্যথা নেই। আমাদের দেশে শিক্ষার অন্যতম প্রধান সমস্যা হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে
ঠিকমতো লেখাপড়া না হওয়া। পড়ার ব্যাপারে শিক্ষার্থীরা যেমন অমনযোগী, পড়ানোর ক্ষেত্রে
শিক্ষকরাও তেমন অনাগ্রহী। শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিরাও সমান উদাসীন। মাধ্যমিক
শাখার ক্ষেত্রে একটি নির্ধারিত অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রণয়নের কথা শোনা গিয়েছিল। শিক্ষা
প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলন এ ব্যাপারে ঘোষণাও দিয়েছিলেন। অথচ ক্যালেন্ডারটি এখনও
প্রকাশ করা হয়নি। শিক্ষার মানের অবনতির কারণে দেশের সাড়ে ৮ হাজার স্কুল, কলেজ ও
মাদ্রাসা বন্ধ করার প্রাথমিক ঘোষণা দেয়া হলেও পরবর্তী সময়ে বিষয়টি আর গুরুত্ব পায়নি।
ফলে এক ধরনের অস্থিরতার মধ্যে চলছে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রায় প্রতি বছরই
এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার সময় নকলসহ লেখাপড়ার মান নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা
শুরু হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট শিক্ষা-বোর্ডসহ শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন
পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি, অংক ও বিজ্ঞানের যোগ্য শিক্ষক-
শিক্ষিকার অভাব পূরণের কথা ওঠে। বলা হয়, অবিলম্বে যোগ্য শিক্ষকের অভাব পূরণ করা হবে।
কিন্তু পরীক্ষা শেষ হলে সব আশ্বাসের কথা মিলিয়ে যায়। কাজের কাজ কিছুই হয় না।

মাত্র কয়েকদিন আগে শেষ হয়েছে এসএসসি পরীক্ষা। অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার নকল
প্রবণতা ছিল কম। কিন্তু পরীক্ষায় দায়িত্ব পালনরত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষক বহিষ্কৃত
হয়েছেন। এবার এসএসসিতে সারাদেশে দেড় শতাধিক শিক্ষককে বহিষ্কার করা হলেও গত
বছরের মতো এবারও শিক্ষকরা 'সাধারণ ক্ষমা' পাওয়ার চেষ্টা করছেন। রাজনৈতিকভাবে বিভিন্ন
পর্যায়ে এ ব্যাপারে দেনদরবারও শুরু হয়েছে। শিক্ষার মানের অবনতির কারণে সারাদেশে নিকৃষ্ট
মানের সাড়ে আট হাজার স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এসব শিক্ষা
প্রতিষ্ঠানে বোর্ডের পরীক্ষায় পাসের হার প্রায় শূন্যের কোঠায়। এ প্রতিষ্ঠানগুলোকে যেকোন মূল্যে
চালু রাখার চেষ্টা শুরু হয়েছে। এক্ষেত্রেও 'মানবিক বিবেচনা'র আবদার করা হচ্ছে।

এদিকে সরকার দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর আরও কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার
উদ্যোগ নিয়েছে বলে জানা গেছে। এ লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের
কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করার জন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন জেলা ও উপজেলা কমিটি গঠন করে দেয়া
হয়েছে। এর আওতায় শিক্ষক-অভিভাবক সমিতি গঠনের মাধ্যমে দলীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সুযোগ
রাখা হয়েছে।

দেখা যাচ্ছে সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান বাড়ানোর জন্য কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের
চেয়ে রাজনৈতিক বিবেচনায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণেই আগ্রহ দেখাচ্ছে বেশি। এই প্রবণতা
মোটেও শুভ নয়। এ ধারা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান সঙ্কট আরও
বাড়বে বই কমবে না। রাজনৈতিক বিবেচনায় বিক্ষিপ্ত উদ্যোগ নয়, শিক্ষার মান বৃদ্ধির জন্য
প্রয়োজন ব্যাপক ও আন্তরিক উদ্যোগ। বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতির আমূল সংস্কার ও একটি বাস্ত
বভিত্তিক কার্যকর শিক্ষানীতি প্রণয়ন ছাড়া শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়ন করা আদৌ সম্ভব নয়।